

## দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মন্দির আগমনের প্রতিবাদে

# বিশাল বিক্ষোভ মিছিল, ধাওয়া, জুতা নিক্ষেপ

**সঙ্গের সূজন II** কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত মার্চে ধাওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর অন্যতম নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর তাফসিরুল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আজ রোববার (১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮) মন্দির পার্ক এলাকার মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা মন্দির শাখা আয়োজিত মসজিদ আস সুন্নাহ আল নাবাবিয়া মসজিদে বিকাল চারটায় তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে মন্দির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রবাসীদের প্রতিবাদ প্রতিরোধে মসজিদের সামনে শত শত মানুষের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। 'ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে মন্দির পার্ক এলাকায় ঠিক মসজিদের সামনে এক বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। শত শত নারী-পুরুষ শিশুদের হাতে হাতে ছিলো সাঈদী বিরোধী ব্যানার-ফেস্টুন ও প্লেকার্ড। কুখ্যাত রাজাকার, খুণি, সন্ত্রাসী তালেবানের এজেন্ট বলে শত শত মানুষের উত্তাল মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে পড়েছিলো পার্ক এলাকায় অবস্থিত মসজিদের সামনে। এই বিক্ষোভ মিছিলটি গত রোববারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় থ্রোট হামলাসহ অপ্রতিরোধ্য বোমা হামলা, খুন- ধর্ষণ, মৌলবাদের উত্থান এবং মন্দির রাজাকার দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আগমন উপলক্ষে ক্ষোভ, ঘৃণা আর খিকারের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভের চেয়েও ছিলো বিশাল। বেশ ক'টি রাস্তায় পুলিশের অসংখ্য গাড়ী আর এম্বুলেন্সের উপস্থিতি ছিলো দেখার মতো। সারা এলাকা পুলিশ ঘিরে রাখে। পার্ক এলাকার মসজিদের ঠিক বিপরীতে লভলুজ স্টোরের সামনে অসংখ্য পুলিশের ব্যারিকেডের মধ্যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ ক্যানাডাসহ উত্তর আমেরিকার সব ক'টি বিক্ষোভের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলে অনেকেই বলেছেন। বিকাল তিনটা থেকেই বিক্ষোভস্থলে শত শত মানুষের সমাগম ঘটতে থাকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর প্রতি ঘৃণা জানানোর জন্য। মৌলানা সাঈদীকে তার অতীত কার্যকলাপে প্রবাসীরা যে সামাজিক বয়কট ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিলো সেদিন বিকাল চারটার দিকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আল মসজিদের সামনে আসলে শত শত মানুষের শ্লোগান আর পাদুকা নিক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিশেষ পুলিশ নিরাপত্তায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পার্ক এলাকার মসজিদের সামনে আসামাত্র শত শত বিক্ষোভকারী উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সাঈদীকে উদ্দেশ্য করে জুতা ও ফেস্টুনের ষ্টিক নিক্ষেপ করলে জুতাগুলো সাঈদীর গাড়ী এবং সাঈদীকে ঘেরাও করে নেওয়া যাওয়া মানুষের ওপর পরে। সবচেয়ে দেখার বিষয় ছিলো বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শত শত মানুষের বিক্ষোভ বিরতীহীন চলে। বিক্ষোভ চলাকালে রাজাকার সাঈদীর দু'টি কুশপুত্তলিকা বহণ করে। এই দু'টি কুশপুত্তলিকাকে শত শত মানুষ জুতা মেরে, থু-থু দিয়ে পা দিয়ে হুমারে মুছরে ঘৃণা প্রকাশ করে। বিক্ষোভ মিছিলে হেন্ড মাইকের মাধ্যমে গগণবিধারী শ্লোগানের পাশাপাশি ছিলো বাংলা-ইংলিশ ও ফ্রাঞ্চ ভাষায় সাঈদী সম্পর্কে মানুষের বিশ্লেষণ। মূলধারার বিভিন্ন মিডিয়াসহ উত্তর আমেরিকার সব ক'টি বাংলা সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিনিধিরা সংবাদ সংগ্রহ করতে দেখা যায়।

ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ এর আহবায়ক এম.এ. আহাদ ও সদস্য সচিব দিলীপ কর্মকার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন পর পর দু'সপ্তাহে মন্দির পার্ক পৃথক দু'টি স্থানে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মন্দির প্রবাসী ভাই-বোন-শিশুরা উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বর্তমান স্বৈরাচারী মৌলবাদী সন্ত্রাসী সরকার রাজাকার খুণি সাঈদীর প্রতি স্বতস্ফূর্ত ঘৃণা প্রকাশ করায় ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের পক্ষ থেকে সকল প্রবাসী ভাইবোন প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## বাংলাদেশে প্রেনেট ও বোমা হামলা-খুন ধর্ষণ ও মৌলবাদীদের উত্থানের প্রতিবাদে মন্দিরুলে কয়েক শত মানুষের বিক্ষোভ মিছিল, ‘বাঁচাও বাংলাদেশ’

**সদেয়া সুজন** ॥ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় প্রেনেট হামলাসহ অপ্রতিরোধ্য বোমা হামলা, খুন- ধর্ষণ, মৌলবাদির উত্থান এবং মন্দিরুলে রাজাকার দেলোয়ার হোসেইন সাঈদীর আগমন উপলক্ষে ক্ষোভ, ঘৃণা আর খিকারের অব্যক্ত বেদনার তীব্র জনস্রোতে আর আকাশ কাঁপানো শ্লোগানে ফেঁটে পড়েছিলো মন্দিরুলের ডাউন টাউনের রাজপথ। অত্যন্ত অল্প সময়ের সিদ্ধান্তে মন্দিরুলস্থ ‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে মন্দিরুলের রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। কয়েক শত নারী-পুরুষ শিশুর উপস্থিতি ছিলো দেখার মতো। ক্যানাডার প্রবাসী বাংলাদেশীদের এত বিশাল বড় বিক্ষোভ সমাবেশ মন্দিরুলে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। দল-মত, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই উপস্থিত হয়েছিলো মন্দিরুলের ডাউন টাউনের এটওয়াটার মেট্রো সংলগ্ন পার্কে। কয়েক শত আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে হাতে ছিলো ব্যানার-ফেস্টুন ও প্লেকার্ড। আজ রোববার দুপুর ১২ টায় বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হবার কথা থাকলেও সকাল ১১টাই সম্পূর্ণ পার্ক এলাকা মন্দিরুল প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশ গ্রহণে ভরে ওঠে। অসংখ্য পুলিশের গাড়ী, এ্যাম্বুলেন্সসহ মিডিয়ার গাড়ীগুলো পার্ক এলাকা ঘিরে রাখে। ঠিক দুপুর ১২ টার সময় বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হলে পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যে শত শত মানুষের আকাশ কাঁপানো উত্তাল মিছিলে মন্দিরুল নগরীর ডাউন টাউন এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। শ্লোগানের মূল বিষয় ছিলো বাংলাদেশ কে বাঁচাও, বাঁচাও বাংলাদেশের মানুষকে। সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাও গণতন্ত্র রক্ষা করো, যুদ্ধাপরাধি খুগি সাঈদীকে রুখো মন্দিরুল থেকে।

বিশাল এই মিছিলটি দীর্ঘ দেড় কিলোমিটার এলাকা প্রদক্ষিণ করে মেকগিল পার্ক এলাকায় এসে শেষ হয়। মিছিলটি চলাকালে হাজার হাজার মানুষ হাত নেড়ে গাড়ীর হর্ণ বাজিয়ে মিছিলের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানান। বেশ ক’জন বিদেশীকেও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। মিছিল শেষে মন্দিরুলের মেকগিল এলাকার মেকগিল পার্কে এক প্রতিবাদ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের আহবায়ক ও ক্যানাডা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান এম. এ. আহাদ, বাংলাদেশের সাবেক সাংসদ শামীম ওসমান, আমেরিকান জুরিস অ্যাসোসিয়েশনের ক্যানাডা চাপ্টারের সভাপতি ক্যানাডার বিশিষ্ট আইনজীবী উইলিয়াম শ্রোন, ক্যানাডা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ মাহমুদ মিয়া, ক্যানাডা জাসদ নেতা রেজাউল হক চৌধুরী ও ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের সদস্য সচিব দিলীপ কর্মকার এবং হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের ক্যানাডা চাপ্টারের সভাপতি প্রদীপ সরকার দোলন ও উদীচীর মন্দিরুলের আহবায়ক বাবলা দেব কুইবেক আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী বশীর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন সাজ্জাদ হোসেইন সুইট, রণজিৎ মজুমদার। বিভিন্ন রকম শ্লোগানের মাঝেও যে শ্লোগানটি উপস্থিত শত শত মানুষকে জাগ্রত করেছে তাহলো জয়বাংলা। মূলধারার মিডিয়ার দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিটি নেতা দীপক ধর অপু। মন্দিরুলস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীদের এই বিক্ষোভ মিছিলটি ক্যানাডার বিভিন্ন চ্যানেল ও রেডিওতে এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছে। বাংলা মিডিয়ার সকল প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’ এর আয়োজনে আগামী রোববার আবারো মন্দিরুলের পার্ক মেট্রোর পার্শ্বে লাভলুজের মাঠে দেলোয়ার হোসেইন সাঈদীর মন্দিরুল আগমন উপলক্ষে এক বিরাট বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে বলে ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন।

### অন্যদিকে

#### মন্দিরুলের রাজপথে জয় বাংলার উত্তাল শ্লোগান

‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে বিভিন্ন রকম ইংলিশ শ্লোগান দিতে গিয়ে অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন এটা বাংলাদেশ নয়, এটা ক্যানাডার মন্দিরুল শহর। ইংলিশ শ্লোগানগুলো ছিলো ষ্টপ কিলিং ষ্টপ কিলিং- ইন বাংলাদেশ-ইন বাংলাদেশ, ষ্টপ রেপিং ষ্টপ রেপিং- ইন বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ, সেইভ আওয়ারকান্ট্রি-বাংলাদেশ বাংলাদেশ, সেইভ আওয়ার পিপল্‌স- বাংলাদেশ বাংলাদেশ, সেইভ আওয়ার লিডার-শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা, সেইভ আওয়ার ডেমোক্রেসি-বাংলাদেশ বাংলাদেশ, ষ্টপ ফান্ডামেন্টালিজম ষ্টপ ফান্ডামেন্টালিজম-ইন বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ। ইংলিশ শ্লোগান দিতে দিতে অনেকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে ফলে অনেকেই ভুলে যান সেটা মন্দিরুল শহর শুরু হয় জয় বাংলার উত্তাল শ্লোগান। বাংলা শ্লোগানের মধ্যে ছিলো, ‘জয় বাংলা’ ‘৭১-এর হত্যার-গর্জে ওঠুক আরেকবার’, ‘শেখ হাসিনার কিছু হলে-জ্বলবে আগুন বাংলাদেশে’, সাঈদীর গালে...।

### দ্যাখো, প্রতিবাদের বাতাসে ওড়ছে শাড়ীর আঁচল.....

‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে উল্লেখযোগ্য মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। বাংলাদেশের দুঃসহ-দুর্দিনে মানবিক কারণে এই প্রবাসী মহিলারা এগিয়ে এসেছেন প্রতিবাদ করতে। বাংলার শ্বশত পোশাক শাড়ী আর সেলোয়ার কামিজ পড়ে আকাশপানে হাত তোলে মিছিল করেছেন। দেশে থাকাবস্থায় অনেকেই হয়তো মিছিলে যাননি, ছিলেন একান্তই কূলবধু। এসব মহিলারা হুৎকার দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানাতে চেয়েছেন, হে বিশ্ববাসী চোখ খুল দেখ কী হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশে? কেন আজ বোমা-গেনেট আর মৌলবাদীদের সন্ত্রাসে প্রকম্পিত আমাদের জন্মভূমি? কেন ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের মাতৃভূমি? মহিলারা যেন শাড়ীর আঁচল আর ওড়নাই প্রতিবাদের পতাকা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, হে বিশ্ববাসী জাগো- জাগো প্রতিবাদ প্রতিরোধে, বাঁচাও বাংলাদেশকে।

৫.৯.২০০৪